গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আর্থিক হিসাব

২০১৬-২০১৭ সন

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ও ১৯৭৪ সালের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন এর ৪ নম্বর ধারা অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আর্থিক হিসাব

২০১৬-২০১৭ সন

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ও ১৯৭৪ সালের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন এর ৪ নম্বর ধারা অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

সূচিপত্র

১.	মুখবন্ধ	(ক)
২.	পরিচিতি	(খ)
৩.	নিরীক্ষা প্রত্যয়ন পত্র	(গ)
৪.	সিভিল অডিট অধিদপ্তরের অডিট মন্তব্যের সারসংক্ষেপ ও বিশ্লেষণাত্নক মতামত	(ঘ)
৫.	বিবরণী-১ -সংযুক্ত তহবিল রাজস্ব মূলধন স্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১
৬.	বিবরণী-২-ঋণ ও অগ্রিম এর স্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	২
৭.	বিবরণী-৩-সরকারি হিসাবের স্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৩
৮.	বিবরণী-৪-সংযুক্ত তহবিল অর্থনৈতিক বিশ্লেষণসহ আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪
৯.	বিবরণী-৫-সরকারি হিসাব আয় ও ব্যয়ের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ অনুসারে সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৬
১০.	বিবরণী-৬-সংযুক্ত তহবিল প্রাতিষ্ঠানিক কোড অনুসারে আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৮
১১.	বিবরণী-৬ (ক)-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ অনুসারে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১১
১২.	বিবরণী-৭-বাংলাদেশ সরকারের সংযুক্ত তহবিল ও সরকারি হিসাবের নগদ স্থিতির সার্বিক অবস্থা	১২
১৩.	বিবরণী-৮-বাজেট কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ	১৩
১৪.	বিবরণী-৯-সংযুক্ত তহবিল রাজস্ব এর উপর প্রত্যক্ষ দাবী	১৪
১৫.	বিবরণী-১০-ঋণ প্রাপ্তি ও মূলধন ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত সারবিবরণ	১৫
১৬.	বিবরণী-১১-প্রাতিষ্ঠানিক কোড অনুসারে আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্তসার বিবরণ	১৬
১৭.	বিবরণী-১২-সংযুক্ত তহবিল রাজস্ব আদায়ের উপর মোট ব্যয়ের শতকরা হারের বিবরণ	১৭
১৮.	বিবরণী-১৩-সংযুক্ত তহবিল রাজস্ব প্রাপ্তির বিশ্লেষণ (শতকরা হিসাবসহ)	১৮
১৯.	বিবরণী-১৪-সম্পদের বার্ষিক হিসাব বিবরণ	১৯
২০.	তফসিল-১-সংযুক্ত তহবিল রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাতিষ্ঠানিক কোড অনুসারে বিবরণ	২০
২১.	তফসিল-২-সংযুক্ত তহবিল অনুন্নয়ন ব্যয় (রাজস্ব)বাস্তবায়নকারী সংস্থা অনুযায়ী বিস্তারিত বিশ্লেষণ	২৭
২২.	তফসিল-২-সংযুক্ত তহবিল অনুন্নয়ন ব্যয় মন্ত্রণালয় অনুসারে অনুন্নয়ন ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৯০
২৩.	তফসিল-৩-সংযুক্ত তহবিল রাজস্ব ব্যয় উন্নয়ন মন্ত্রণালয় অনুসারে উন্নয়ন ব্যয়ের সংক্ষিপ্তসার	৯২
২৪.	তফসিল-৩-সংযুক্ত তহবিল রাজস্ব ব্যয় উন্নয়নঃ লেভেল-৩ কোড অনুসারে উন্নয়ন ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব	৯৪
২৫.	তফসিল-৪-সংযুক্ত তহবিল মূলধন ব্যয় অনুন্নয়ন অর্থনৈতিক কোড অনুসারে অনুন্নয়ন ব্যয়ের সংক্ষিপ্তসার	১৫১
২৬.	তফসিল-৪-সংযুক্ত তহবিল মূলধন ব্যয় অনুন্নয়ন লেভেল কোড-২ অনুযায়ী অনুন্নয়ন ব্যয়ের সংক্ষিপ্তসার	১৫৪
২৭.	তফসিল-৫-সংযুক্ত তহবিল মূলধন ব্যয় (উন্নয়ন) লেভেল কোড-২ অনুযায়ী উন্নয়ন ব্যয়ের সংক্ষিপ্তসার	১৫৬
২৮.	তফসিল-৫-সংযুক্ত তহবিল মূলধন ব্যয় (উন্নয়ন) প্রকল্প ভিত্তিক উন্নয়ন ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব	৩৮০
২৯.	তফসিল-৬-অনুন্নয়ন ঋণ ও অগ্রিমের সংক্ষিপ্তসার	৩৮১
৩০.	তফসিল-৬ (ক)-অনুন্নয়ন ঋণ ও অগ্রিমের বিস্তারিত হিসাব	৩৮৬
৩১.	তফসিল-৭-ঋণ ও অগ্রিম উন্নয়ন ঋণের প্রাপ্তি ও প্রদানের বিস্তারিত হিসাব	৩৮৯
৩২.	তফসিল-৮-ঋণ ও অগ্রিম বছরান্তে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ, ঋণের স্থিতি এবং আদায়কৃত সুদের হিসাব	৩৯০
৩৩.	তফসিল-৯-ঋণ ও অগ্রিম সরকারের দায়ের বিবরণ	৩৯১
৩৪.	তফসিল-৯ (ক)-ঋণ ও অগ্রিম সরকারের দায়ের বিবরণ	৩৯৩
৩৫.	তফসিল-১০-সরকারি হিসাব জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের হিসাব	৩৯৬
৩৬.	তফসিল-১০ (ক)-রাষ্ট্রীয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাব	৩৯৭
৩৭.	তফসিল-১১-সরকারী হিসাব রিনুয়েল রিজার্ভ ডিপ্রিশিয়েশন ফান্ড	৩৯৮
৩৮.	তফসিল-১১ (ক)-সরকারি হিসাব কল্যাণ ও ত্রাণ তহবিলের হিসাব	৩৯৯
৩৯.	তফসিল-১২-সরকারি হিসাব স্থানীয় তহবিল জমা	৪০০

৪০. তফসিল-১৩-সরকারি হিসাব অগ্রিম আয়কর জমা ৪০১
৪১. তফসিল-১৩ (ক)-সরকারি হিসাব বিভাগীয় ও বিচার বিভাগীয় জমা ৪০২
৪২. তফসিল-১৩(খ)-সরকারি হিসাব ও সরবরাহ কাজের বিপরীতে জমা ৪০৩
৪৩. তফসিল-১৩(গ)- সরকারি হিসাব ব্যক্তিগত খতিয়ান জমা ৪০৪
৪৪. তফসিল-১৪-সরকারি হিসাব অন্যান্য জমার হিসাব ৪০৫
৪৫. তফসিল-১৫-সরকারি হিসাব বৈদেশিক খাদ্য সাহায্য জমার হিসাব ৪০৬
৪৬. তফসিল-১৬-সরকারি হিসাব ফেরৎযোগ্য অগ্রিম ৪০৭
৪৭. তফসিল-১৭-সরকারি হিসাব স্থায়ী অগ্রিম ৪০৮
৪৮. তফসিল-১৮-সরকারি হিসাব বৈদেশিক সরকারসমূহের সাথে হিসাব ৪০৯
৪৯. তফসিল-১৯-সরকারি হিসাব মুদ্রা হিসাব ৪১০
৫০. তফসিল-২০-সরকারি হিসাব অনিশ্চিত হিসাব ৪১১
৫১. তফসিল-২১-সরকারি হিসাব চেক ও বিলসমূহ ৪১২
৫২. তফসিল-২২-সরকারি হিসাব বিভাগীয় ক্যাশ কন্ট্রোল হিসাব ৪১৩
৫৩. তফসিল-২৩-সরকারি হিসাব বাংলাদেশের মধ্যে রেমিটেন্স ৪১৪
৫৪. তফসিল-২৩-বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে রেমিটেন্স ৪১৫
৫৫. তফসিল-২৩-নগদ ও ব্যাংক রেমিটেন্স ৪১৬
৫৬. তফসিল-২৩-বিনিময় হিসাব ৪১৭
৫৭. তফসিল-২৪-সরকারি হিসাব সংক্ষিপ্তসার ৪১৮
৫৮. তফসিল-২৫-সংযুক্ত তহবিল সংক্ষিপ্তসার ৪১৯

পরিশিষ্ট ঃ

৫৯. পরিশিষ্ট-১- রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য খাদ্য ৪২০
৬০. পরিশিষ্ট-২- রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য রেলওয়ে ৪২২
৬১. পরিশিষ্ট-৩- রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ডাক ৪২৩
৬২. পরিশিষ্ট-৪- রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য তার ও দূরালাপনী ৪২৪
৬৩. পরিশিষ্ট-৫- রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সেক্টর ভিত্তিক ব্যয়ের শতকরা হার ৪২৫
৬৪. পরিশিষ্ট-৬- রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য শতকরা হিসাবে উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণ ৪২৬
৬৫. পরিশিষ্ট-৭- রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য অপরিশোধিত বৈদেশিক ঋণ ৪২৭

মুখবন্ধ

সরকারের আর্থিক হিসাবের আকার

সরকারি হিসাব নিম্নোক্ত দুই অংশে রক্ষিত হয় ঃ-

১ম অংশ - সংযুক্ত তহবিল

২য় অংশ - প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব

সংযুক্ত তহবিলের নিম্নোক্ত তিনটি বিভাগ রয়েছে ঃ-

(১) রাজস্ব

(২) মূলধন

(৩) ঋণঃ

(ক) অভ্যন্তরীণ

(খ) বৈদেশিক

প্রথম বিভাগে রাজস্ব হিসেবে চিহ্নিত কর ও অন্যান্য প্রাপ্তি এবং তা হতে যে ব্যয় নির্বাহ হয় তা দেখানো হয়। এর নিট ফলাফল রাজস্ব উদ্বৃত্ত কিংবা ঘাটতিকে নির্দেশ করে।

দ্বিতীয় বিভাগে সরকারের ধার করা তহবিল এবং রাজস্ব উদ্বৃত্ত হতে যে ব্যয় মিটানো হয় তা প্রদর্শন করা হয়। মূলধন ব্যয়ের উদ্দেশ্য হল বাস্তব সম্পদ বৃদ্ধিকরণ কিংবা আবর্তক দায় হ্রাসকরণ।

তৃতীয় বিভাগে প্রদর্শিত হয় সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সকল ঋণ। ঋণ সংগ্রহের দুটি উৎস আছে ঃ (ক) অভ্যন্তরীণ এবং (খ) বৈদেশিক। অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে সংগৃহীত ঋণ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে ; যথাঃ- (১) সম্পূর্ণ অস্থায়ী প্রকৃতির ঋণ যাহা ''চলতি ঋণ'' হিসাবে আখ্যায়িত (যেমন ঃ ট্রেজারি বিল এবং উপায় ও উপকরণ অগ্রিম (২) স্থায়ী ঋণ (যেমন ঃ ৫ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড এবং ওয়েজ আর্নার ডেভলপমেন্ট বন্ড ইত্যাদি) এবং (৩) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম (যেমন ঃ স্থানীয় সংস্থাসমূহকে প্রদত্ত ঋণ, সরকারি কর্মচারিগণকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম)। উপরের ক্যাটাগরি (১) ও (২) এর ঋণ পরিশোধ এবং ক্যাটাগরি (৩) এর আদায়, অভ্যন্তরীণ ঋণের অন্তর্ভুক্ত।

বৈদেশিক ঋণ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থায়নে ব্যবহৃত হয়। ঋণ বিতরণের প্রকৃতি অনুযায়ী বৈদেশিক ঋণ পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প ঋণ কিংবা সরাসরি প্রকল্প ঋণ হবে। পুনর্ভরণ আবার দুই প্রকারের যথা ঃ (১) সরকারি তহবিল হতে মিটানো উন্নয়ন ব্যয়ের পুনর্ভরণ এবং (২) বিশেষ হিসাবে অগ্রিম তহবিল ন্যস্তকরণ যেমনঃ সেফ (Special Account in Foreign Exchange), কনটাসা (Convertible Taka Special Account), ডসা (Dollar Special Account) এবং ইমপ্রেস্ট একাউন্ট (Imprest Account)। প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক পেশকৃত ব্যয় বিবরণীর ভিত্তিতে দাতা সংস্থা ব্যয় পুনর্ভরণ করে। সরাসরি প্রকল্প সাহায্য বাবদ অর্থ দাতা সংস্থাসমূহ প্রকল্পের পক্ষ হতে ব্যয় করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং প্রকল্প পরিচালককে অবহিত রাখে। বৈদেশিক সাহায্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপর ন্যস্ত ।

প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবের দুটি প্রধান বিভাগ রয়েছেঃ-

(১) ঋণ (প্রথম অংশে উল্লিখিত ঋণ ব্যতীত) ও জমা ; এবং

(২) রেমিট্যান্স

প্রথম বিভাগে প্রথম অংশের ঋণের আওতাধীন প্রাপ্তি ও ব্যয় ব্যতীত সে সকল ঋণের প্রাপ্তি ও ব্যয় অন্তর্ভুক্ত আছে যার জন্য সরকার প্রাপ্ত অর্থ পরিশোধের দায় গ্রহণ করেন কিংবা পরিশোধকৃত অর্থ আদায়ের দাবি সংরক্ষণ করেন; অর্থাৎ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকার অর্থ পরিশোধ করেন এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকার অর্থ আদায় করেন।

দ্বিতীয় বিভাগে সমন্বয়কারী খাতসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এ সকল খাতের অধীনে বিভিন্ন হিসাব সার্কেলের মধ্যে নগদ প্রেরণসমূহ প্রদর্শিত হয়। এ বিভাগে সমন্বয়কারী খাতসমূহের ক্রেডিট ও ডেবিট শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত খাতের আওতায় সমন্বয়ের মাধ্যমে নিকাশ করা হয়।

১. এ হিসাবে অর্থ বছরের প্রকৃত নগদ প্রাপ্তি ও পরিশোধসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়। সরকারের কাছে পাওনা কিংবা অপরের কাছে সরকারের পাওনা এ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। নগদ ভিত্তিক হিসাব বাণিজ্যিক হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। একারণে সরকারের মালিকানায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব (যেমন ঃ রেলওয়ে এবং ডাক বিভাগ) নিয়মিত হিসাবের বাইরে বাণিজ্যিক হিসাবের আকারে সংরক্ষণ করা হয়। এ হিসাবসমূহের অন্তর্ভুক্তি অডিট বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজন অনুযায়ী নিরীক্ষা সাপেক্ষে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

২. স্থিতি ও সঞ্চিতি ঃ স্থিতি হতে হিসাবের আরম্ভ এবং স্থিতিতেই সমাপ্ত। এ সকল স্থিতি সমন্বয়ে সাধারণ নগদ স্থিতি গঠিত হয় এবং তা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখা হয়। এ সকল নগদ স্থিতি ছাড়াও বিনিয়োগ হিসাব এবং সরকারের সাধারণ নগদ স্থিতির বাইরে বিনিয়োগকৃত অন্যান্য বিশেষ সঞ্চিতির নগদ স্থিতিও আছে। অধিকন্তু, কতিপয় নগদ স্থিতি এবং ইম্প্রেষ্ট বিভাগীয় কর্মচারিগণের তত্বাবধানে থাকে।

সংগঠন

৩. ১৯৮৫ সনের সরকারের সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিবর্তন সূচিত হলে সরকারের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস এবং বিকেন্দ্রীকরণ স্কিমের সাথে সঙ্গতি রেখে ৬৪টি জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, ৪০০ টি উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় সৃষ্টি হয় এবং পুরাতন জেলার ২০টি জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় সমূহকে আঞ্চলিক হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। আঞ্চলিক হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় তাদের জেলা ও উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহের হিসাব, হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ কার্যালয়-এ প্রেরণ করে। অতঃপর ১৯৮৫ সনে বিভিন্ন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য ২০টি প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় সৃষ্টি করা হয় এবং প্রাক্তণ একাউন্ট্যান্ট জেনারেল সিভিলকে হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ পদে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ২০০২ সালের জুলাই মাসে ২০টি আঞ্চলিক হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের পরিবর্তে টি প্রশাসনিক বিভাগে ৮টি ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস্ এর কার্যালয় স্থাপন করা হয় এবং ২০টি প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের পরিবর্তে বিভাগ/মন্ত্রণালয় অনুযায়ী ৫০টি প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় সৃষ্টি করা হয়। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে বর্তমানে ৫৬ টি জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় এবং ৫৪২ টি উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে। প্রশাসনিক দিক হতে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন; তবে, কাজের দিক হতে হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ এর নিকট দায়ী যিনি বেসামরিক হিসাব সংগঠনের প্রধান এবং প্রজাতন্ত্রের আর্থিক হিসাব সঙ্কলনের জন্য দায়ী।

৪. বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের হিসাব পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা হয়। রেলওয়ে ও প্রতিরক্ষার মধ্যে সেটেলমেন্ট হিসাব চালু আছে। হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ এর এবং কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স-এর মধ্যেকার লেনদেন বিনিময় হিসাবের মাধ্যমে করা হয়। অন্যদিকে হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যকার লেনদেন সেটেলমেন্ট একাউন্টের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়।

হিসাব একীকরণ

বাংলাদেশ সরকারি হিসাব ব্যবস্থার সাধারণ রূপরেখা নিম্নরূপ ঃ-

সরকারের পক্ষে সকল প্রাপ্তি বাংলাদেশ ব্যাংকে কিংবা যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নেই সেখানে সোনালী ব্যাংকের মনোনীত শাখায় জমা রাখা হয়। এভাবে জমাকৃত অর্থ সম্পর্কে উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় এবং জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়কে অবহিত করা হয়। কেবল নিম্নোক্ত বিধান ব্যতীত এ ধরনের প্রাপ্তির প্রারম্ভিক হিসাব উপজেলা ও জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। রেলওয়ে, প্রতিরক্ষা, ডাক বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ,সড়ক ও জনপথ, শুল্ক বিভাগ এবং টাকশাল কর্তৃক সংগৃহীত প্রাপ্তি থোক ব্যাংকে জমা করা হয় এবং এ সকল বিভাগের প্রাপ্তি হিসাবে দেখানো হয়। এই ধরনের প্রাপ্তির বিস্তারিত হিসাব সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত হয়।

সরকারের পক্ষে সকল পরিশোধ কার্যক্রম উপজেলা / জেলা / ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস্ এর কার্যালয় / প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় এবং হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ এর কার্যালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মনোনীত সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় অথবা কতিপয় বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যাংক হতে অর্থ উত্তোলন করা হয়। পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধের প্রাথমিক হিসাব স্ব-স্ব হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ ধরনের হিসাব সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক সংকলিত হয়।

হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় তাদের লেনদেনের মাসিক হিসাব হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ এর নিকট এবং ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস্ এর কার্যালয় সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করেন। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় এবং ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস্ এর কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত হিসাব যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কোডের আওতায় শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয়। তবে কোন কোন ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস্ এর কার্যালয়কে সঙ্কলিত হিসাব উপযুক্ত সারাংশসহ দাখিল করতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে এ সকল হিসাবের নির্ভুলতা সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে পরীক্ষা করা হয়।

এক হিসাব সার্কেলের লেনদেন যা অন্যান্য হিসাব সার্কেলের হিসাবকে প্রভাবিত করে, মাসিক ভিত্তিতে সমন্বয়ের জন্য উক্ত সার্কেলে প্রেরণ করা হয়। এরূপ সমন্বয়ভুক্তিসমূহ সমগ্র হিসাব সার্কেলের জন্য একটি হিসাবে একীকৃত হয়। এ সমন্বয়সমূহ বিনিময় হিসাব অথবা সেটেলমেন্ট হিসাবের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

জুন (চূড়ান্ত) হিসাব সমাপনের পর প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এবং অতিরিক্ত মহা পরিচালক (অর্থ) বাংলাদেশ রেলওয়ে অর্থ হিসাব প্রণয়ন পূর্বক হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ বরাবর দাখিল করেন। হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সকল হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের বার্ষিক হিসাব একটি বার্ষিক হিসাবে একীকৃত করেন যাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অর্থ হিসাব নামে আখ্যায়িত করা হয়।

সরকারের সমাপ্ত হিসাবের প্রারম্ভিক জের (ঋণ ও অগ্রিম এবং প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব) নিম্নোক্ত উপায়ে গ্রহণ করা হয়েছে ঃ-

(১) ২০১৫-২০১৬ সালের আর্থিক হিসাবের সমাপনী স্থিতি বর্তমান বছরে প্রারম্ভিক স্থিতি হিসাবে নেয়া হয়েছে।

(২) বিয়োগ চিহ্ন সম্বলিত টাকার অঙ্ক ডেবিট ব্যালেন্স নির্দেশ করে ;

(৩) অংকসমূহ হাজার টাকায় প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রকৃত অংক যা ৫০০ টাকার কম তা পূর্ববর্তী হাজার টাকায় এবং যা ৫০০ টাকার বেশি তা পরবর্তী হাজার টাকায় প্রদর্শন করা হয়েছে।

(খ)

আর্থিক হিসাব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ২০১৬-২০১৭ সালের আর্থিক হিসাব উক্ত সময়ের প্রাপ্তি ও ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপিত হল; অর্থাৎ রাজস্ব ও মূলধন হিসাব, সরকারি ঋণের হিসাব এবং সরকারের বইতে লিপিবদ্ধ ও অন্যান্য উৎস হতে নিরূপিত সম্পদ ও দায় এর অন্তর্ভুক্ত।

আর্থিক হিসাবের উপর মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রণীত আর্থিক হিসাব প্রতিবেদন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয়।

(৯)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের প্রত্যয়ন

মতামত

বাংলাদেশ সরকারের ০১ লা জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ থেকে ৩০ শে জুন ২০১৭ খ্রিঃ এর জন্য প্রণীত (২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের) **আর্থিক হিসাব** এর উপর আমার কর্তৃক নিয়োজিত নিরীক্ষকগণ দ্বারা নিরীক্ষা কার্য সম্পাদিত হয়েছে। নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাবে মোট ১৪টি বিবরণী, ২৫টি তফসিল এবং ০৭টি পরিশিষ্ট রয়েছে। উক্ত আর্থিক হিসাব প্রণয়নের দায়িত্ব হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের উপরে ন্যস্ত। আমার দায়িত্ব হলো এই আর্থিক হিসাবের উপর নিরীক্ষা মতামত প্রদান করা।

আমার মতামত এই যে, এতদসংযুক্ত আর্থিক হিসাব, সকল তাৎপর্যপূর্ণ (material) দিক বিবেচনায় এবং আমার কর্তৃক প্রণীত ফাইনান্সিয়াল অডিট রিপোর্টে উল্লিখিত মন্তব্য সাপেক্ষে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে সকল প্রাপ্তি ও পরিশোধের হিসাব নির্ভুল (true) ও সঠিক (fair) ভাবে উপস্থাপন করেছে মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে।

মতামতের ভিত্তি

সংবিধানের ১২৮ (১) অনুচ্ছেদের প্রেক্ষিতে আমার নির্দেশে নিরীক্ষকগণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। উক্ত নিরীক্ষা গভর্নমেন্ট অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস অব বাংলাদেশ অনুসরণ করে পরিচালনা করা হয়েছে, যা International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAIs) এর উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অফিস কর্তৃক প্রণীত কোড অব ইথিকস এর সকল প্রয়োজনীয় নৈতিকতা এবং নিরীক্ষা বিষয়ক নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়েছে। নিরীক্ষকগণ, আর্থিক হিসাব নিরীক্ষাকার্যে তাৎপর্যপূর্ণ ভুল বিবৃতির ঝুঁকি নিরূপন করেছে এবং ঝুঁকি বিবেচনায় প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা কার্যপ্রণালী (procedures) অবলম্বন করেছে। সর্বোপরি নিরীক্ষকগণ পর্যাপ্ত (sufficient) ও উপযুক্ত (appropriate) প্রমাণক সংগ্রহ করেছে যার উপর ভিত্তি করে এই মতামত প্রদান করা হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

হিসাব মহানিয়ন্ত্রক প্রযোজ্য ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণ করে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রণয়ন ও সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত।

নিরীক্ষকের দায়িত্ব

নিরীক্ষকের দায়িত্ব হলো, নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এমনভাবে নিরীক্ষা সম্পাদন করা যাতে হিসাব বিবরণীসমূহ আত্মসাৎ কিংবা ত্রুটিজনিত তাৎপর্যপূর্ণ (material) ভুল বিবৃতি হতে মুক্ত কিনা সে সম্পর্কে পরিমিত নিশ্চয়তা (reasonable assurance) প্রদান করা যায়। নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনকালে হিসাব বিবরণীতে উল্লিখিত অঙ্কসমূহ এবং এর সমর্থনে প্রয়োজনীয় প্রমাণকসমূহ দৈবচয়নের (test basis) ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয়েছে। তদুপরি প্রযোজ্য ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক অনুসারে আর্থিক বিবরণী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণের মূলনীতি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্কলনসমূহ (estimates) পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি যে, সংগৃহীত নিরীক্ষা প্রমাণকসমূহ মতামত প্রকাশের ভিত্তি প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত।

তারিখঃ ১৪/১২/১৪২৮ ব.
২৮/০৩/2022 খ্রি.

২৮/৩/২০২২

মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

২৭/৩/২০২২

২৮/০৩/২০২২

২৮/০৩/22

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রণীত আর্থিক হিসাবের উপর সিভিল অডিট অধিদপ্তরের মতামত

১. Detail Book সংরক্ষণ না করা

সংযুক্ত তহবিলের অন্তর্গত সরকারি ঋণ ও প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবের কোডভিত্তিক লেনদেন ও স্থিতির হিসাব সম্বলিত 'Detail Book' সংরক্ষণ করতে হবে [একাউন্ট কোডঃ ভলি-১ আর্টিকেল ১১(জি) দ্রষ্টব্য]। কিন্তু হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে কোন প্রকার বাঁধাই রেজিস্টার অথবা ইলেক্ট্রনিক ফরমে 'Detail Book' সংরক্ষিত হয়নি। তবে iBAS++ এ General Ledger এর মাধ্যমে স্থিতি সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. উপাত্তের উৎস ভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরি না করা

হিসাবের সঠিকতা ও সম্পূর্ণতা নিশ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে লেনদেনসমূহের উৎসভিত্তিক প্রতিবেদন অবশ্যই প্রয়োজনীয়। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের Central Data Processing Unit (CDPU) হতে উৎস ভিত্তিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করা যায়নি। CDPU কর্তৃক Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery শীর্ষক কর্মসূচির নিকট যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু সিজিএ কিংবা কর্মসূচির পক্ষ হতে এ ধরনের কোন প্রতিবেদন নিরীক্ষার নিকট হাজির করা হয়নি।

৩. স্থিতিসমূহের অঙ্ক পরিবর্তন হওয়া

সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবের আওতায় সংরক্ষিত বিভিন্ন স্থিতির পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ সকল স্থিতির পরিবর্তনের স্বপক্ষে কোন ভাউচার/সমন্বয় ভাউচার বা নোট সংরক্ষণ করা হয় না। নিরীক্ষার অনুসন্ধানে প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের পরিবর্তন দুটো কারণে হতে পারে, যথাক্রমে ক) সিস্টেমের ত্রুটির জন্য এবং খ) কর্মকর্তা/কর্মচারির হস্তক্ষেপের কারণে। এ ধরনের সকল পরিবর্তনের যৌক্তিক ব্যাখ্যা হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

৪. বিবরণীসমূহের ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা না থাকা

আর্থিক হিসাবে ১৪টি বিবরণী ও ২৫টি তফসিল রয়েছে। প্রত্যেকটি বিবরণীর তথ্য উপাত্তগুলো সংশ্লিষ্ট তফসিল হতে সংগৃহীত হয়। বিবরণীর বিপরীতে শুধুমাত্র তফসিলগুলো প্রদান করাই যথেষ্ট নয়। প্রতিটি বিবরণীর ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা আর্থিক হিসাবে সন্নিবেশিত হলে আর্থিক হিসাবের উপযোগিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং এর ব্যবহারিক মূল্য বাড়বে।

৫. সরকারের নগদ স্থিতির ব্যাখ্যা না থাকা

আর্থিক হিসাবে সরকারের নগদ স্থিতির হিসাব পৃথকভাবে দেখানো হয় না। কিন্তু সরকারের নগদ স্থিতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিবরণী-৩ এর সমাপনী স্থিতিকে সরকারের নগদ স্থিতি হিসাবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে অধিকতর ব্যাখ্যা আবশ্যক। সেই সাথে বিগত অর্থবছরের সমাপনী স্থিতির সাথে চলতি অর্থবছরের প্রারম্ভিক ও সমাপনী নগদ স্থিতির একটি তুলনামূলক ব্যাখ্যাও দেয়া প্রয়োজন।

৬. বিবরণী ও তফসিলের মধ্যে অঙ্কের গরমিল

আর্থিক হিসাবের বিবরণী ও তফসিলের মধ্যে প্রদর্শিত অঙ্কসমূহের মধ্যে গরমিল পরিলক্ষিত হয়। চলতি ঋণের জমা, তহবিল বহির্ভূত ঋণের জমা, সুদমুক্ত জমা, চলতি দায়, রাষ্ট্রীয় প্রভিডেন্ট ফান্ড, মেয়াদি ঋণ, চলতি ঋণ ইত্যাদি খাতে প্রদর্শিত স্থিতিসমূহের অঙ্ক বিবরণী ও তফসিলের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়।

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	খাতের নাম	বিবরণীতে প্রদর্শিত অঙ্ক	তফসিলে প্রদর্শিত অঙ্ক	পার্থক্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৬)
০১	রাজস্ব প্রাপ্তি (সংযুক্ত তহবিল) বিবরণী-০৪ ও তফসিল-০১	১৯২৯৬২	১৯৪৭৪৭	১৭৮৫

৭. ঋণাত্মক স্থিতিসমূহ

আর্থিক হিসাবে বিভিন্ন প্রকার সম্পদ ও দায়ের হিসাবে ঋণাত্মক স্থিতি প্রদর্শিত হয়। ঋণাত্মক স্থিতিসমূহের মধ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম (সম্পদ) ও সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ (দায়) অন্যতম।

উল্লেখ্য আর্থিক হিসাবের তফসিলসমূহে প্রদর্শিত সরকারের অ-আর্থিক সম্পদের স্থিতিসমূহ ঋণাত্মক স্থিতিতে প্রদর্শন করা হয়। অপরদিকে সরকারের দায়সমূহকে ঋণাত্মক স্থিতিতে প্রদর্শন করা হয়। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, এ সকল স্থিতির মধ্যে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ঋণের মধ্যে মোট (৯+৫০) =৫৯টি স্থিতির বিপরীতে ঋণাত্মক চিহ্ন প্রদর্শন করে। যার ফলে সরকারের অ-আর্থিক সম্পদ অবমূল্যায়িত হয়েছে। এছাড়াও তফসিল ৮ এ প্রদর্শিত কৃষকদের দেয় ঋণ, সমবায় ঋণ ও অন্যান্য ঋণের স্থিতি না থাকা সত্ত্বেও বকেয়া আদায় করা হচ্ছে। ফলে হিসাবের সঠিকতা বিঘ্নিত হচ্ছে। 'প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম' খাতের হিসাবও সঠিক নয়।

৮. NBR এর সাথে কর রাজস্ব হিসাবে গরমিল

আর্থিক হিসাবে প্রদর্শিত কর রাজস্ব আয়ের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য ও উপাত্তের গরমিল রয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে NBR কর্তৃক মোট কর রাজস্ব আয় ১,৭৭,৮২৪ কোটি টাকা। কিন্তু আর্থিক হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছে ১,৬২,৬৬০ কোটি টাকা। এর ফলে এই দুইটি উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে ১৫,১৬৪ কোটি টাকা গরমিল পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। যদিও মোট রাজস্ব আয়ের উভয় তথ্যই iBAS++ হতে সংগৃহীত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে, আর্থিক হিসাবে প্রদর্শিত কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য ও উপাত্তের গরমিল রয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে NBR কর্তৃক মোট কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় ২২,৯৬১ কোটি টাকা। কিন্তু আর্থিক হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছে ৩০,৩০২ কোটি টাকা। এর ফলে এই দুইটি উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে ৭,৩৪১ কোটি টাকা গরমিল পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি।

৯. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে গরমিল

বৈদেশিক ঋণের স্থিতির হিসাব এর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে সংরক্ষিত হিসাবের সাথে হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে রক্ষিত হিসাবের পার্থক্য রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই গরমিলের অন্যতম কারণ হলো মুদ্রা বিনিময় হার। কেননা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে মার্কিন ডলারে হিসাব রক্ষিত হয়, অপরদিকে হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় বাংলাদেশি টাকায় হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছর শেষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের হিসাব অনুযায়ী বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ২৮,৩৩৭.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ২,২৩,৮৬৫.১৪ কোটি টাকা (বিনিময় হার ১ মার্কিন ডলার = ৭৯ টাকা হিসাবে)। কিন্তু হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ১,২৪,৮২৫.৭৯ কোটি টাকা। যার ফলে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের হিসাব বা রেজিস্টারে অবমূল্যায়িত হয়েছে।

১০. বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে গরমিল

জুন, ২০১৭ খ্রিঃ সালের শেষে ট্রেজারি বিলের স্থিতির হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে আর্থিক হিসাবের গরমিল পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মতে জুন, ২০১৭ এর শেষে ট্রেজারি বিল ২৮ দিন, ট্রেজারি বিল ৯১ দিন, ট্রেজারি বিল ১৮২ দিন এবং ট্রেজারি বিল ৩৬৪ দিন এর স্থিতি যথাক্রমে শূন্য, ৮,০০০ কোটি, ৮,০০০ কোটি টাকা এবং ৯,১৫০ কোটি টাকা।

কিন্তু হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের হিসাব মতে অর্থাৎ আর্থিক হিসাব অনুসারে উক্ত ট্রেজারি বিলসমূহের স্থিতি যথাক্রমে -৭৯৮ কোটি টাকা, ৬,৬৪০.৬২ কোটি টাকা, ১১,০৬২.৫৫ কোটি টাকা এবং -৫,০৭৯.৮০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে হিসাবের সঙ্গতি সাধন করতে হবে, এছাড়াও ঋণাত্মক স্থিতিগুলোর বিষয়টি অধিকতর যাচাই করা আবশ্যক।

১১. সরকার প্রদত্ত গ্যারান্টিসমূহের বিশ্লেষণ

সরকারের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের আর্থিক হিসাবে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টিসমূহের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু এই সরকারি গ্যারান্টিসমূহ সরকার প্রচ্ছন্ন দায় (Contingent Liability) হিসেবে বিবেচিত হয়। যদি ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তবে সেই ঋণের দায়ভার গ্যারান্টর হিসেবে সরকারকেই বহন করতে হয়। একারণে আর্থিক হিসাব এর মধ্যে গ্যারান্টির হিসাব না থাকায় তা হিসেবের সম্পূর্ণতাকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

১২. সরকারের বিনিয়োগসমূহ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে শেয়ার ইক্যুয়িটিতে সরকার কর্তৃক ২৭,২০৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয় যা বিগত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের তুলনায় ১,৭৪৬ কোটি টাকা বেশি।

এছাড়াও সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ১,৬৯,৫৮২ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করে যা বিগত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের তুলনায় ১১,৬৭০ কোটি টাকা বেশি। এর মধ্যে অনুন্নয়ন খাতে ১,০৮,৮৫৩ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ৬০,৭২৯ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

১৩. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম

সরকারি কর্মচারিগণের জন্য প্রদেয় ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি ৪৮৪ কোটি টাকা যা বিগত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের তুলনায় ৫৪ কোটি টাকা কম। সরকারি কর্মচারিগণের ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের হার হ্রাস পেলেও ফেরৎযোগ্য অগ্রিম প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের তুলনায় ফেরৎযোগ্য অগ্রিমের স্থিতি প্রায় ৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে স্থিতির পরিমাণ ছিল ৮,৩২৬ কোটি টাকা যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২,২০৩ কোটি টাকায়।

১৪. অবসর ভাতা ও আনুতোষিকের হিসাব

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অবসর ভাতা ও আনুতোষিক বাবদ মোট ১৬,০৩১ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে, যা ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে অবসর ভাতা ও আনুতোষিক বাবদ ১০,৪৫৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। একই ভাবে

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এই খাতে ব্যয় এর পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৫৪ শতাংশ বেশি। নিচের সারণিতে বিগত চার অর্থবছরের অবসর ভাতা ও আনুতোষিক পরিশোধের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো।

	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫	২০১৩-২০১৪
অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	১৬০৩১	১০,৪৫৫	৭,১২৮	৫,৪০৮
প্রবৃদ্ধি (%)	৫৪	৪৬.৬৭	৩১.৮০	(-০.১০)

উল্লেখ্য ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর হতে পেনশন ও আনুতোষিকের বাজেট কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থ বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এখাতে সকল ব্যয় অর্থ বিভাগের বাজেট হতে নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

১৫. রাষ্ট্রীয় প্রভিডেন্ট ফান্ডের হিসাব

২০১৬-২০১৭ অর্থবছর শেষে রাষ্ট্রীয় প্রভিডেন্ট ফান্ডের স্থিতি ৩৫,৮৩৩ কোটি টাকায় দাড়িয়েছে যা ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৪,১৩৫ কোটি টাকা বেশি। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এখাতে স্থিতি ছিল ৩১,৬৯৮ কোটি টাকা এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে যা ছিল ২৭,৮০৩ কোটি টাকা।

রাষ্ট্রীয় প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদ বাবদ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ব্যয় হয় ৪,০৭৮ কোটি টাকা। ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এ বাবদ যথাক্রমে মোট ৩,৫৬৫ কোটি ও ৩,১৯০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১৬. কর বহির্ভূত রাজস্ব হিসাব

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্ব হিসাবে সরকার মোট ৩০,৩০২ কোটি আহরণে সমর্থ হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এই আহরণের পরিমাণ ছিল ১৯,৮৪১ কোটি টাকা যা ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ছিল ১৬,৫৮১ কোটি টাকা। ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এখাতে যথাক্রমে ৫৩ শতাংশ ও ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

১৭. রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য খাতে ৯,০০৯ কোটি টাকা আয় হয়। যার বিপরীতে মোট ৬,৩৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য খাতে সরকার ২৬৫৪ কোটি টাকা লাভের সম্মুখীন হয়। অপরদিকে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এখাতে সরকারের আয় হয় ৭,৬৬৩ কোটি টাকা যার বিপরীতে সরকার ব্যয় করে ৫,৪১৪ কোটি টাকা। সুতরাং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সরকার রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যে ২,২৪৯ কোটি টাকা লাভ করেছে।

অনুরূপ ভাবে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সরকার ৫,৮৯৪ কোটি টাকা আয় করে এবং এর বিপরীতে ব্যয় করে ৬,৫৭৯ কোটি টাকা। যার ফলে সরকারের ক্ষতি হয় ৬৮৫ কোটি টাকা।

১৮. সরকারের সম্পদ বিক্রয় হিসাব

সরকার সম্পদ বিক্রয়ের মাধ্যমে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোট ২৩৮ কোটি টাকা আয় করে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এই খাতে আয়ের পরিমাণ ছিল ৭১ কোটি টাকা এবং তারও এক বছর পূর্বে এখাতে আয় হয়েছে ৬১ কোটি টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সরকার ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় তিনগুণ সম্পদ বিক্রয় করেছে।

১৯. বৈদেশিক সাহায্য মঞ্জুরির হিসাব

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সরকার বৈদেশিক সাহায্য মঞ্জুরি বাবদ ১,৫৪৭ কোটি টাকা সংগ্রহ করে যা ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২৯ শতাংশ কম। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বৈদেশিক সাহায্য মঞ্জুরি বাবদ সরকারের প্রাপ্তি ছিল ২,১৬৯ কোটি টাকা। তবে বৈদেশিক সাহায্য মঞ্জুরির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। বিগত ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের প্রাপ্তি ছিল ৫,৮৭০ কোটি টাকা যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৪ গুণ বেশি ছিল।

২০. সঞ্চয়পত্র হিসাব

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সঞ্চয়পত্র খাতে সরকারের দায় মোট ১,৫২,৭১৫ কোটি টাকা যা ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৩৮ শতাংশ বেশি। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এই দায়ের স্থিতি ছিল ১,১০,৬২৭ কোটি টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সঞ্চয়পত্র বিক্রি বাবদ সরকার ৫৮,৫১৫ কোটি টাকা আয় করে এবং এ খাতে মোট ১৬,৪২৭ কোটি টাকা পরিশোধ করে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ খাতে মোট আয় ও পরিশোধের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৩,৬৫৬ কোটি টাকা ও ১৪,৮৬৩ কোটি টাকা।

২১. ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমা ছিল ২২,৩৪৩ কোটি টাকা যা ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ছিল ১৫,৯২০ কোটি টাকা। এক বছরের ব্যবধানে জমার পরিমাণ প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ খাতে জমা হয়েছে ১২,৩৩১ কোটি টাকা এবং এখাত হতে পরিশোধ করা হয়েছে ৫,৯০৭ কোটি টাকা। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ খাতে জমা ও পরিশোধের পরিমাণ যথাক্রমে ৯,০০৭ কোটি ও ৫,১০৫ কোটি টাকা।

২২. সঞ্চয়-বন্ডসমূহ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সঞ্চয় বন্ডসমূহের বিপরীতে সরকারের দায়ের স্থিতি ছিল ১৩,৪৪৫ কোটি টাকা যা ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ছিল ১২,২০১ কোটি টাকা। এক বছরের ব্যবধানে যা প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সরকার সঞ্চয় বন্ড বিক্রি করে ১,৪৪৭ কোটি টাকা আয় করে এবং এ খাতে মোট ১৭১ কোটি টাকা পরিশোধ করে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ খাতে আয় ও পরিশোধের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৭৫৮ কোটি ও ২৭২ কোটি টাকা।

২৩. অগ্রিম আয়কর জমার হিসাব

৩০শে জুন, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অগ্রিম আয়কর জমা খাতে ৪৬.৩৭ লক্ষ টাকার স্থিতি ছিল। কিন্তু এক বছর পূর্বে ৩০ শে জুন, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে এ খাতে জমা ছিল ৬৭.৩৯ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর শেষে এই খাতে জমা ছিল ৯০.৮৩ লক্ষ টাকা।

(মোঃ কামরুল আলম)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ০২২২৬৬৬৩০৯০

বিবরণী - ১

সংযুক্ত তহবিল (রাজস্ব ও মলধন)
স্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৩০ শে জুন, ২০১৭

(অঙ্কসমহ হাজার টাকায়)

খরচ	বিবরণ	তফসিল নং	জমা
৩৪৯২৯১,৮৪,১৮	**প্রারম্ভিক স্থিতি**		
	২০১৬-১৭		
	রাজস্ব ও অনুদান	০১	১৯৪৫০৯,৪৮,৪৬
	মূলধন প্রাপ্তি (ঋণ ও অগ্রিম ব্যতীত)	০১	২৩৭,৮৪,৯৯
১৯০২৮১,৬১,৪৪	রাজস্ব ব্যয়	০২,০৩	
৮৯৬১৯,৮১,২৯	মূলধন ব্যয় (ঋণ ও অগ্রিম ব্যতীত)	০৪,০৫	
৪৩৪৪৪৫,৯৩,৪৫	**সমাপনী স্থিতি - ৩০ শে জুন, ২০১৭**		

সরকারি হিসাবে স্থানান্তরিত স্থিতি

প্রজাতন্ত্রের হিসাব প্রণয়ন পদ্ধতি অনুসারে সংযুক্ত তহবিলের অন্তর্গত রাজস্ব, মূলধন প্রাপ্তি ও ব্যয় এর স্থিতি বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করা হয় না। এ বিবরণীতে বছরান্তের সকল প্রাপ্তি ও ব্যয়ের একটি স্থিতি নির্ণয় করে পরবর্তী বছরে স্থানান্তরিত হয়। ১৬/১২/৭১ খ্রি. তারিখে শূন্য স্থিতি ধরে হিসাব শুরু করা হয়েছে।

বিবরণী - ২

ঋণ ও অগ্রিম

ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৩০ শে জুন, ২০১৭

(অঙ্কসমহ হাজার টাকায়)

খরচ	বিবরণ	তফসিল নং	জমা
৪৩৪৪৪৫,৯৩,৪৫	**প্রারম্ভিক স্থিতি (বিবরণী ১ হইতে প্রাপ্ত)**		
	২০১৬-১৭		
	প্রদত্ত ঋণ		
১৬৯৫৯১,৭১,৮২	বিবিধ ঋণ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে দেয় ঋণ	০৮	
৪৮৩,৬৮,১৬	সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঋণ	০৮	
	গৃহীত ঋণ		
	স্থায়ী ঋণ	০৯	১৩৫০৯৯,৪৭,৫৩
	চলতি ঋণ	০৯	১৮৮৪৪,৫৫,৮১
	বৈদেশিক ঋণ	০৯	১২৪৮২৫,৭৮,৫৬
১৬৪৫,০৫,৫০	আই এম এফ এর সহিত আদান প্রদান	০৯	
৩২৭৩৯৬,৫৭,০৪	**সমাপনী স্থিতি - ৩০ শে জুন, ২০১৭**		

ঋণ ও অগ্রীমের স্থিতি

সরকার স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও সরকারি কর্মচারীগণকে ঋণ প্রদান করে থাকে। অপরদিকে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশ হতে ঋণ সংগ্রহ করা হয়। স্থায়ী ঋণ (যথাঃ ওয়েজ আর্নার বন্ড ও মেয়াদি বন্ড) ও চলতি ঋণ (যথাঃ ট্রেজারি বিল ও উপায় উপকরণ অগ্রিম) আভ্যন্রীণ ঋণের অন্র্গত। সরকার বিভিন্ন দাতা সংস্থা এবং দেশ হতে ঋণ সংগ্রহ করে। এসকল ঋণ প্রাপ্তি ও পরিশোধের স্থিতি বছরান্তে নির্ণয় করা হয়। বৈদেশিক ঋণ অবমুক্তির সময়কালে বিনিময় হার অনুসারে ৩০/০৬/২০১৬ তারিখে স্থিতি দাড়ায় ১১১২২৪৭২৫০ হাজার টাকা, কিন্তু ঐ তারিখে বিনিময় হার অনুসারে এর পরিমান দাড়ায় ২১৪৮৩৯৮০৭০ হাজার টাকা।

বিবরণী - ৩

সরকারি হিসাব

সরকারি হিসাবের স্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৩০ শে জুন, ২০১৭

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

খরচ	বিবরণ	তফসিল নং	জমা
৩২৭৩৯৬,৫৭,০৪	**প্রারম্ভিক স্থিতি (বিবরণী ২ হতে প্রাপ্ত)**		
	২০১৬-১৭		
	তহবিল বহির্ভূত ঋণ	২৪	২২৪৭৭৬,১৯,৩৭
	সুদযুক্ত জমা	২৪	৫৭,৬১,১৬
	সুদমুক্ত জমা	২৪	৪৮৬৬৩,৩৩,৯১
১২৩৮১,২২,৪৪	চলতি সম্পদ	২৪	
	চলতি দায়	২৪	২৯৪৩৬,৯৩,৮৮
২০৮৫,৯৮,১৭	অনিশ্চিত হিসাব	২৪	
১২৬৫,৯৪,১২	ক্যাশ কন্ট্রোল হিসাব	২৪	
	রেমিটেন্স একাউন্ট	২৪	৩০৯৮৮,৮৪,১১
৯২০৬,৭৯,৩১	**সমাপনী স্থিতি - ৩০ শে জুন, ২০১৭**		

যে সমস্ত হিসাব স্থিতিতে স্থানান্তরিত হয় (Accounts Close to Balances)

এ হিসাবের অন্তর্গত নিম্নখাতসমূহের স্থিতি নির্ধারণ করে বছরান্তে স্থানান্তর করা হয়।

১. তহবিল বহির্ভূত ঋণ- সরকারের সুদযুক্ত দায় দেনা, যেমন, জাতীয় সঞ্চয় পত্র ও রাষ্ট্রীয় ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি।

২. সুদ-যুক্ত জমা- এ তহবিল বিশেষ উদ্দেশ্যে রাজস্ব হতে যোগান অর্থ দ্বারা গঠিত। এ তহবিলের স্থিতির উপর সরকার সুদ প্রদান করে থাকে, যথা রিনিউয়াল রিজার্ভ ফান্ড- টি এন্ড টি, রেলওয়ে অবচয়ের সংরক্ষিত তহবিল ইত্যাদি।

৩. সুদ মুক্ত জমা- যা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সরকারি খাতে জমা দেয়ার শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে সমন্বয়/ফেরত প্রদান করা হয়।

৪. চলতি সম্পদ- সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্য সংস্থাকে দেয়া আদায়যোগ্য অগ্রিম এর অন্তর্গত।

৫. চলতি দেনা- অপরিশোধিত পূর্ব নিরীক্ষিত চেক এবং এক টাকা ও দুই টাকার নোট মুদ্রা এর অন্তর্গত ।

৬. অনিশ্চিত হিসাব- যে সকল আদান প্রদান কোন কারণ বশতঃ সংশ্লিষ্ট হিসাবের চূড়ান্ত খাতে সমন্বয় করা সম্ভব হয় না সেই সমস্ত লেনদেন সাময়িকভাবে এ খাতে হিসাবভুক্ত করা হয়।

৭. ক্যাশ কন্ট্রোল একাউন্ট- ব্যাংকের ক্যাশ বহির্ভূত বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিকট নগদ স্থিতির হিসাব।

স্বাক্ষরিত
(মো: নূরুল ইসলাম)
হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ।

তারিখঃ ১৮/১০/১৪২৮ বঙ্গাব্দ
--------------------।
০১/০২/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ